দৈনিক ইত্তেফাক

MAY 21 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... ৩

বোর্ডের বইতে তথ্যের গরমিল

বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশ বা বহির্বিশ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য দেয়া থাকে। কিন্তু সেসব তথ্য যদি একেক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে একেকরকম থাকে বা একই শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যবইয়ে একেক রকম থাকে তাহলে পাঠ্যপুস্তকের ওপর ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে নির্ভর করবে? আমি নবম ও দশম শ্রেণীর দুটি বিষয়ের পাঠ্য বইয়ে দেয়া বিভিন্ন রকম তথ্য তুলে ধরছি। অর্থনীতি বইয়ের ১২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে, ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ তৈরী পোশাক রপ্তানি করে আয় করে ৫৮০০ কোটি টাকা। আবার ভূগোল বইয়ের ১৮০ পৃষ্ঠায় রয়েছে, ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ তৈরী পোশাক থেকে রপ্তানি আয় ৫১৬৮ কোটি টাকা। অর্থনীতি বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা ১৬টি, ভূগোল বইয়ের ১৭৯ পৃষ্ঠায় সে সংখ্যা ১৭টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনীতি বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বস্ত্রকল ছিল ৯টি এবং বর্তমানে আছে ৫৮টি। ভূগোল বইয়ের ১৭৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এদেশে বস্ত্রকল ছিল ৮টি এবং বর্তমানে আছে ৬৩টি। অর্থনীতি বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠায় রয়েছে, বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৫৪ জন। ভূগোল বইয়ের ১৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে, বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৫৫ জন। অর্থনীতি বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে, বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ১৬%। ভূগোল বইয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে, এ দেশে বনভূমির পরিমাণ ১৭ ভাগ। এই তথ্যগুলো ২০০২ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য পাঠ্যবই থেকে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই নতুন মুদ্রণকৃত বইয়ে ২০০১ সালের গরমিল থেকে কিছুটা কম। বইগুলোতে এসমস্ত তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তথ্যগুলোর উৎসও উল্লেখ করা হয়েছে। উৎসগুলো ভিন্ন ভিন্ন। গরমিলটা হয়তো এ কারণেই হয়ে থাকে। কিন্তু আসল কথাটি হচ্ছে একসঙ্গে দুটি তথ্য তো ঠিক হতে পারে না। আর এই দুই বইয়ে দু'রকম তথ্যের জন্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এ সমস্ত সমস্যা দূর করতে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্যগুলো নিয়ে একই তথ্য বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ শাহীন রেজা রাসেল
গ্রাম ও ডাকঘর : শ্রীপুর,
জেলা: মাগুরা।